G:\Jahid\Rules&Acts\BCMCL.KollanTohobil.Nitimala-2012.doc

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধি (সংশোধিত-২০১২)

প্রধান কার্যালয়ঃ
চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
ফোন নংঃ ০৫৩২৭-৫৬৩৮৯
ফ্যাক্স নংঃ ০৫৩২৭-৫৬২৯৯

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিসঃ
পেট্রোসেন্টার (১৫ তলা)
৩ কাওরান বাজার বা/এ
ঢাকা-১২১৫।

কল্যাণ তহবিল বিধি (সংশোধিত-২০১২)

১। শিরোনামঃ

এই বিধি "বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধি (সংশোধিত-২০১২)" নামে অভিহিত হইবে।

২। প্রবর্তনঃ

কোম্পানীর ২৭-০১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ১৯৭তম পরিচালকমন্ডলীর সভার অনুমোদন অনুযায়ী অনুমোদনের তারিখ অর্থাৎ ২৭-০১-২০১৩ তারিখ হইতে এই বিধি "বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিধি (সংশোধিত-২০১২)" নামে কার্যকর হইবে। এই বিধি কার্যকরের ফলে এতদসংক্রান্ত জারীকৃত পূর্বোক্ত বিধিসমূহ বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে। তবে পূর্বোক্ত-বিধি কার্যকরের ধারাবাহিকতা বজায় থাকিবে। এই বিধি ৩(খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তানুযায়ী কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গ পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ নিম্নরূপ হইবে-

(ক) "কল্যাণ তহবিল (ফান্ড)" বলিতে "বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল" বা সংক্ষেপে "বিসিএমসিএল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল"-কে বুঝাইবে।
(খ) "সদস্য" বলিতে কোম্পানীর যে কোন নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী যিনি কল্যাণ তহবিল কর্মসূচীর আওতায় একজন সদস্য তাহাকে বুঝাইবে। তবে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারী/কর্পোরেশন কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেরিত হইয়া অত্র কোম্পানীতে প্রেষণে কর্মরত এবং কোম্পানীতে চুক্তিভিত্তিক বা দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক চাকুরীতে নিয়োজিত তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।
(গ) "কোম্পানী" বলিতে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-কে বুঝাইবে।
(ঘ) "বোর্ড" বলিতে কোম্পানীর পরিচালনা বোর্ডকে বুঝাইবে।
(ঙ) "সভাপতি" বলিতে দ্বাদশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে বুঝাইবে।
(চ) "বেতন (পে)" বলিতে মূল বেতন, বিশেষ বেতন, ব্যক্তিগত বেতন এবং কারিগরী বেতনকে বুঝাইবে।
(ছ) "পরিবার (ফেমিলি)" বলিতে সদস্যের স্ত্রী/স্বামী, বৈধ সন্তান, পিতা-মাতা এবং নির্ভরশীল ভাই-বোনকে বুঝাইবে।
(জ) "কমিটি" বলিতে দ্বাদশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বুঝাইবে।
(ঝ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এম, ডি)" বলিতে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বুঝাইবে।
(ঞ) "চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ" বলিতে সিভিল সার্জন-কে বুঝাইবে। তবে কোম্পানীর নিয়োজিত চিকিৎসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সদস্য চিকিৎসা বর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইতে হইবে।
(ট) "মনোনয়ন" বলিতে নির্দিষ্ট ছকে সদস্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে।
(ঠ) "বছর" বলিতে জুলাই-জুন আর্থিক পূর্ণ বছর ও আংশিক বছর বুঝাইবে।

৪। তহবিলের উৎসঃ

নিম্নলিখিত উৎস হইতে তহবিল গঠিত হইবে-

(ক) নির্ধারিত হারে সদস্যের প্রদেয় মাসিক চাঁদা।
(খ) কোম্পানীর বার্ষিক অনুদান।
(গ) কোম্পানী বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যে কোন সূত্র হইতে গৃহীত অনুদান।
(ঘ) যে কোন এজেন্সী, সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অনুদান।
(ঙ) কল্যাণ তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে উপার্জিত লাভ, আয় ও সুদসমূহ।
(চ) টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ঠিকাদারের জমাকৃত নিরাপত্তা জামানত অর্থের (রিটেনশন মানি) উপর অর্জিত সুদ, পুরানো খবরের কাগজের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং চাকুরীর আবেদনপত্রের সহিত প্রাপ্ত পোস্টাল অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট ইত্যাদি খাতে কোম্পানীর আয়ের যে পরিমান বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে অত্র তহবিলে বরাদ্দ করা হইবে।

৫। সদস্য পদঃ

এই তহবিল ৩(খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সদস্য পদ বাধ্যতামূলক নয়।

৬। সদস্যের প্রদেয় চাঁদা:

(ক) তহবিলের প্রত্যেক সদস্য (কর্মকর্তা/ কর্মচারী) প্রতি মাসে মূল বেতনের ১% (শতকরা ১ ভাগ) হারে চাঁদা প্রদান করিবেন; তবে ইহার পরিমান কমপক্ষে ১০০/- টাকা হইবে। চাঁদার অর্থ তাহার বেতন হইতে কর্তনক্রমে যতদূর সম্ভব কর্তন মাসের শেষ দিনের মধ্যে তহবিলে স্থানান্তর করিতে হইবে।

(খ) এই মাসিক চাঁদার অর্থ যদি কোন কারণে সদস্য বা সদস্যদের বেতন হইতে কর্তন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় সদস্য/সদস্যগণ তাহাদের পরিশোধ্য চাঁদার অর্থ জমা দিবেন। অন্যথায়, কমিটি কর্তৃক গৃহীত পন্থায় অপরিশোধিত চাঁদা খেলাপকারী সদস্য/সদস্যদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

(গ) কোন কারণে কোন সদস্যের কোন মাসের চাঁদা কর্তন করা সম্ভব না হইলে পরবর্তী মাস বা মাসসমূহে তাহা এরিয়ারসহ কর্তন করা হইবে।

(ঘ) কোন সদস্য তাঁহার অমনোযোগ, অবহেলা অথবা ত্রুটি বা অন্যান্য কারণে বেতন না পাওয়ার ফলে তহবিলের চাঁদা পরিশোধে খেলাপী হইলেও এই বিধির অধীনে তাহার পরিবারের কল্যাণ তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না, তবে তাহার অনাদায়ী চাঁদা কল্যাণ অনুদান হইতে কর্তন করা হইবে।

(ঙ) কোন সদস্য পেট্রোবাংলাসহ অন্যান্য কোম্পানী বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত থাকিলে তাহার কর্মরত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রয়োজনীয় চাঁদা তহবিলে জমার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) অত্র তহবিলে প্রত্যেক সদস্য হইতে মাসিক ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হারে বিশেষ চাঁদা আদায় করা হইবে এবং আদায়কৃত এই অর্থ অনুচ্ছেদ ১০ এ বর্ণিত বিশেষ অনুদান হিসাবে প্রদান করা হইবে।

৭। মনোনয়ন:

(ক) তহবিলে যোগদানকালে একজন সদস্য তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির নিকট নির্দিষ্ট ছকে এই মর্মে মনোনয়ন দাখিল করিবেন যে এই তহবিলে তাহার প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই তহবিলের প্রাপ্য অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন। শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে সদস্যের যদি পরিবার থাকে তবে তিনি তাহার পরিবারের সদস্যের বাহিরে অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন করিতে পারিবেন না।

(খ) যদি কোন সদস্য একাধিক ব্যক্তিকে মনোয়ন করেন তবে তিনি প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তির প্রাপ্ত অর্থ বা অংশ এমনভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন যাহাতে তাহার প্রাপ্য অর্থ মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বন্টন করা যায়।

(গ) তহবিলের সভাপতির নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া সদস্য যে কোন মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশের সহিত উক্ত-বিধি(ক) ও (খ) এর নিয়মাবলী অনুসারে একটি নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

(ঘ) মনোনয়ন প্রদানের পর কোন মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে। সদস্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সদস্যের অত্র তহবিল জমাকৃত অর্থ মনোনীত সদস্যগণ কর্তৃক উত্তোলনের পূর্বে কোন মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে এবং অত্র বিধিতে বিবৃত পরিবারের সংজ্ঞা অনুযায়ী উক্ত মনোনীত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে অপরাপর মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ সমানভাবে প্রাপ্য হইবেন।

(ঙ) মনোনয়নকালে সদস্যের পরিবার না থাকিলে যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। তবে তিনি (সদস্য) পরিবারকৃত হইলে সাথে সাথে তাহার পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে তাহাকে পরিবারের সদস্য/সদস্যবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে। নতুন মনোনয়নপত্র দাখিল না করিলে সদস্যের পরিবারভূক্ত ব্যক্তিগণ আইনতঃ অংশে জমাকৃত অর্থ পাইবেন।

(চ) কোন কারণে সদস্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গ বা মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের উত্তরাধীকারী না থাকিলে প্রচলিত আইন মোতাবেক জমাকৃত অর্থ পরিশোধ করা হইবে।

(ছ) সদস্য কর্তৃক মনোনয়ন অথবা মনোনয়ন বাতিল সংক্রান্ত নোটিশ তহবিলের সভাপতি কর্তৃক প্রাপ্তির সাথে সাথে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। চাঁদা প্রত্যর্পণ:

কোন সদস্য স্বেচ্ছায় চাকুরীতে ইস্তফা প্রদান করিলে বা চাকুরী হইতে অপসারিত (Termination) কিংবা বরখাস্ত (Dismiss) হইলে চাকুরীচ্যুতির তারিখ হইতে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল হইবে এবং তহবিলে এক বৎসরের কম সময়ের জন্য চাঁদা প্রদান করিয়া থাকিলে তাঁহার নিজের পরিশোধিত চাঁদার অর্থ ফেরত পাইবেন না। ১ (এক) বা ততোধিক বৎসরের জন্য চাঁদা প্রদান করিলে চাঁদার অর্থ নিম্নোক্তভাবে ফেরত পাইবেন-

(ক) ১ বৎসর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হইলেঃ ৫০%
(খ) ২ বৎসর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হইলেঃ ৭০%
(গ) ৩ বৎসর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হইলেঃ ৮০%
(ঘ) ৪ বৎসর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হইলেঃ ৯০%
(ঙ) ৫ বৎসর চাঁদা প্রদান পূর্ণ হইলেঃ ১০০%

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা প্রদানকালীন সময়ে যদি উক্ত সদস্য তহবিল হইতে কোন প্রকার অনুদান পাইয়া থাকেন (বিশেষ অনুদান ব্যতীত) তাহা হইলে তাঁহার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। বিধি ৯-এর সুবিধা প্রাপ্ত সদস্যগণ বিধি ৮-এর সুবিধাপ্রাপ্ত হইবেন না।

৯। কল্যাণ তহবিল হইতে অনুদান মঞ্জুরী:

(ক) যদি কোন সদস্য -

(১) শারিরীক কিংবা মানসিক কারণে নির্ধারিত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্তব্য পালনে অসমর্থ ঘোষিত হন এবং উক্ত কারণে চাকুরী হইতে অপসারিত (Discharge) হন।

অথবা -

(২) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

অথবা -

(৩) সদস্য হিসাবে ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যদি কোন সদস্য চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ, চাকুরীর অবসান কিংবা ইস্তফা প্রদান করেন তাহা হইলে বিধি ৯(ক) ১,২ ও ৩ অনুযায়ী যাঁহারা অনুদান প্রাপ্তির আওতায় পড়িবেন তাহাদের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমান নিম্নরূপঃ

- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ১০% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ১২% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ১৪% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ১৬% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ১৮% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ২০% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ২২% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ২৪% x মোট চাকুরীকাল (বছর)
- ১ জানুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হইতে পরবর্তী সময় পর্যন্ত, সর্বশেষ মূলবেতন x ২৫% x মোট চাকুরীকাল (বছর)

(খ) জাতীয় বেতন কাঠামোর যে কোন বেতনক্রমে কর্মরত কোন সদস্যকে (কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী) নিম্নোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহার মূল বেতনের ৩ (তিন) মাসের সমপরিমাণ অর্থ অথবা ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা এর মধ্যে যেটি কম এককালীন অনুদান হিসাবে দেওয়া যাইবেঃ-

- সন্তানের বিবাহ উপলক্ষে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসর সদস্য থাকিতে হইবে।
- কোন সদস্যের দুর্ঘটনার কারণে স্থায়ী অসুস্থ্যতা বা অন্য কোন জটিল রোগ বা রোগের কারণে অস্ত্রপচার প্রয়োজন হলে।
- মানসিক ব্যধিতে আক্রান্ত সদস্যের চিকিৎসার জন্য।
- কমিটি সংগত মনে করিলে অন্য যে কোন কারণে।

(গ) মৃত্যুজনিত বা অবসর জনিত কারণে বিদায়ী সদস্যকে চাকুরীতে কর্মরত সকল সদস্যের ০১ (এক) দিনের সমপরিমাণ মূল বেতনের অর্থ বিসিএমসিএল কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল এর মাধ্যমে প্রদান করা হইবে।

১০। বিশেষ অনুদানঃ

অগ্নিকান্ড, জলোচ্ছাস, বন্যা, ঘুর্ণিঝড় বা ভূমিকম্পে আবাসিক গৃহের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইলে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যকে এই খাতে ৬(চ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চাঁদার মাধ্যমে আহরিত তহবিল হইতে এককালীন অনূর্ধ্ব ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) বিশেষ চাঁদা প্রাপ্তি এবং বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত তহবিলের হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
(খ) বিশেষ অনুদান প্রদান এই খাতে আহরিত তহবিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।
(গ) বিশেষ অনুদানের জন্য আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনার লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি এবং অনুদান প্রদানে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। উতবর্তন সুবিধা (Survival Benefit):

(ক) একজন সদস্য ৬ ধারা অনুযায়ী কল্যাণ তহবিলে তাঁহার দেয় মাসিক চাঁদার অতিরিক্ত হিসাবে যদি বেতনের ১% হারে চাঁদা প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহার অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি যত বৎসর চাঁদা প্রদান করিয়াছেন, সেই সময়কাল x তাঁহার শেষ মাসিক বেতনের শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ পরিমাণ অর্থ এককালীন অনুদান পাইবেন, তবে তাহা সর্বসাকুল্যে ১,২৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে হইবে না।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর আওতায় প্রাপ্য এককালীন অর্থ অনুচ্ছেদ-৯ এর অধীনে কল্যাণ অনুদান প্রাপ্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

১২। তহবিল প্রশাসনঃ

নিম্নোক্তভাবে কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবেঃ-

(ক) মহাব্যবস্থাপক (কারিগরি/অর্থ ও হিসাব/সাধারণ) - সভাপতি
(খ) উপ-মহাব্যবস্থাপক (কারিগরি/অর্থ ও হিসাব/সাধারণ) - সদস্য
(গ) ব্যবস্থাপক (কারিগরি/অর্থ ও হিসাব/সাধারণ) - সদস্য
(ঘ) উপ-ব্যবস্থাপক/সহঃ ব্যবস্থাপক (কারিগরি/অর্থ ও হিসাব/সাধারণ) - সদস্য
(ঙ) সহঃ ব্যবস্থাপক (কারিগরি/অর্থ ও হিসাব/সাধারণ) - সদস্য
(চ) সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক (অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন) - সদস্য-সচিব
(ছ) সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক (শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন) -সদস্য

কমিটি ও কোম্পানীর বিভাগীয় প্রধান (অর্থ ও হিসাব) তহবিলের নিয়মিত ও সঠিক হিসাব রক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। এই বিধির আলোকে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অফিস আদেশের মাধ্যমে কমিটি গঠন করিবে।

১৩। ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধঃ

(ক) শুধুমাত্র এই তহবিলের সদস্যগণই ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।
(খ) পূর্বের গ্রহণকৃত ঋণ ও ঋণের উপর আরোপিত সুদ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাইবে না।
(গ) ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকুরী করিলে ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিবেন।
(ঘ) ঋণের পরিমাণ আবেদনকারী সদস্যের আবেদনকৃত মাসে আহরিত মূল বেতনের সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) গুণ হইবে।
(ঙ) ঋণ হিসেবে গৃহীত আসল টাকার উপর ৫% হারে সুদ আদায় করা হইবে।
(চ) গৃহীত ঋণের আসল টাকা ২৪ কিস্তিতে এবং সুদ ১(এক) কিস্তিতে আদায় করা হইবে।
(ছ) ঋণ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা প্রদানপূর্বক আবেদন আহ্বান করা হইবে। আবেদনকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হইবে।
(জ) কোন সদস্যের অতীব জরুরী সমস্যার কারণে বিশেষ বিবেচনায় ঋণ প্রদানে জ্যেষ্ঠতার ক্রম ভঙ্গ করা যাইবে। সেই ক্ষেত্রে কমিটি আবেদনকারীগণের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।
(ঝ) কোন সদস্য তাঁহার চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪। কমিটির ক্ষমতাঃ

(ক) এই বিধির অধীনে বর্ণিত উৎস হইতে তহবিল সংগ্রহ নিশ্চিত করিবে।
(খ) এই বিধির অধীনে কল্যাণ অনুদানের দাবী নিস্পত্তি করিবে। দাবী সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি সুপারিশ করিবে এবং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন করিবে।

(গ) এই বিধির শর্তানুযায়ী কল্যাণ তহবিল হইতে সদস্যদের বা তাঁহাদের পরিবারদিগকে অনুদান সুপারিশ করিবে এবং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন করিবে।

(ঘ) সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্তে তহবিলের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল নিয়ম কানুন প্রণয়ন করিবে অথবা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(ঙ) তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের সহিত সম্পৃক্ত খরচাদি সুপারিশ করিবে এবং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন করিবে।

(চ) সরকার/বোর্ড এর যথাযথ অনুমোদক্রমে কল্যাণ তহবিলের অর্থ কোন লাভজনক উপায়ে বিনিয়োগ করিবে।

(ছ) কমিটি তহবিলের স্বার্থে উপরোক্ত ক্ষমতা সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সকল বিষয়াদি পালন করিবে বা পালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(জ) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিবছর ন্যূনতম একবার সকল সদস্য সমম্বয়ে সাধারণ সভার আয়োজন করিবে এবং উক্ত সভায় বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করিবে।

১৫। ছক (ফরম):

(ক) প্রত্যেক সদস্য নির্দিষ্ট ছকে মনোনীত ব্যক্তির নাম ঘোষণা করিবেন।

(খ) সভাপতির নিকট নির্দিষ্ট ছকে অনুদান/ঋণ প্রাপ্তির আবেদন জমা দিতে হইবে।

(গ) উতবর্তন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সদস্যকে সভাপতি বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

১৬। হিসাব পরিচালনা (ব্যাংক অপারেশন):

এই কর্মসূচীতে গৃহীত অর্থ/তহবিল "বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারি কল্যাণ তহবিল" বা সংক্ষেপে "বিসিএমসিএল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল" শিরোনামে ভিন্ন হিসাবে ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যাহা কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য-সচিবসহ যেকোন ০২ (দুই) জন সদস্য কর্তৃক যুগ্মভাবে পরিচালিত হইবে।

১৭। হিসাব ও নিরীক্ষা:

(ক) কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দিষ্টকৃত নিয়মে ও আকারে তহবিলের হিসাব সংরক্ষিত হইবে।

(খ) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপনান্তে চার মাসের মধ্যে কোম্পানীর নিরীক্ষা সেল তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং কোম্পানীর নিয়মিত হিসাব নিরীক্ষাকালে বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক তহবিলের হিসাব নিরীক্ষিত হইবে এবং ইহার খরচ কোম্পানী বহন করিবে।

১৮। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনানুযায়ী কমিটি এই বিধির আলোকে তহবিল পরিচালনা করিবেন।

১৯। কোম্পানীর আত্মীকরণ (মার্জার, পুনর্গঠন, রিকনস্ট্রাকশন), সংমিশ্রণ (এমালগেমেশন) ইত্যাদি ক্ষেত্রে সদস্যদের এবং মাসিক অনুদান প্রাপ্ত প্রাপকের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অবসায়ন/অবলুপ্তির ক্ষেত্রে সদস্যদের এবং মাসিক অনুদান প্রাপ্ত প্রাপকদের নিকট তহবিলের দেনা আনুপাতিক হারে পরিশোধিত হইবে।

২০। অসুবিধা দুরীকরণ:

(ক) এই বিধিমালায় কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে অথবা উহা প্রয়োগে অসুবিধা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম/বিধি-এর আলোকে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উক্ত বিধিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ/নির্দেশ/সংশোধনী কোম্পানী বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

(খ) কোম্পানী ও সদস্যগণের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে কোম্পানী বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এই বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সমমানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

Md. Abul Kashem Prodhania
Company Secretary
Barapukuria Coal Mining Co. Ltd.